# বস্ত্রনীতি ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
www.motj.gov.bd
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

# বস্ত্রনীতি-২০১৭

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.motj.gov.bd

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | প্রস্তাবনা | ১ |
| ২. | বস্ত্রনীতির ভিশন ও মিশন | ১ |
| ৩. | বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্য | ২ |
| ৪. | সংজ্ঞাসমূহ | ২ |
| ৫. | বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাত বিষয়ক উদ্যোগ | ৪ |
| ৬. | বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ | ৯ |
| ৭. | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৯ |
| ৮. | রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা | ১০ |
| ৯. | বস্ত্রখাতে বিদেশি বিনিয়োগ | ১২ |
| ১০. | বস্ত্রনীতির বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ | ১২ |
| ১১. | বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন | ১৪ |
| সংলগ্নী-১ | বস্ত্রখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতি | ১৬ |
| সংলগ্নী-২ | আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন | ১৯ |
| সংলগ্নী-৩ | বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন খাত ও উপখাতের শ্রেণীবিন্যাস | ২০ |

## অধ্যায়-১

## প্রস্তাবনা

বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রাপ্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থানীয়ভাবে বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য এ জনপদে হস্তচালিত তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে এ শিল্প বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা এ শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত মসলিন, জামদানি ও রেশমবস্ত্র একসময়ে বহির্বিশ্বেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আশির দশকের শুরু থেকে বিশ্ববাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উৎপাদন সক্ষমতা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কালের পরিক্রমায় বস্ত্রখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৫% অবদান বস্ত্রখাতের এবং এ খাতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫.১ মিলিয়ন। তন্মধ্যে কর্মরত শ্রমিকের ৮০% নারী। শ্রমঘন শিল্প হওয়ায় বস্ত্রখাতের বিকাশের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দেশের রপ্তানী আয়ের ৮৪.৮৮% আসে বস্ত্রখাত থেকে এবং এর পরিমাণ ২৯.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস.ডি.জি) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতের অমিত সম্ভাবনার পাশাপাশি রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। বস্ত্রখাতের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি, ক্রেতার চাহিদানুযায়ী গুণগতমানের পণ্য উৎপাদন, বস্ত্রখাতের দক্ষ জনবলের অভাব পূরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সন্ধান ও রপ্তানি ইত্যাদির পাশাপাশি প্রতিযোগী দেশের কৌশল, আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিভিন্ন আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক জোট ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বস্ত্র খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে নির্বিঘ্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও বস্ত্রশিল্পের অন্যতম অবদান এবং বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication) পণ্য হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানিকে উচ্চমূল্য সংযোজিত পণ্যে রূপান্তরের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে এর প্রসারের জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণও আবশ্যক।

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প স্থাপন, শুল্ক ও করের যৌক্তিকীকরণ, ঋণ সহজীকরণ, আন্তর্জাতিক মানের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও সহজীকরণ, বস্ত্রশিল্পের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান, রপ্তানিকারকদেরকে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও বিশ্ব বাজার সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের সঠিক বিকাশ, সমন্বয় এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা-প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করা আবশ্যক। বস্ত্রখাতের উপখাতসমূহের সঠিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয়, সুযোগ ও দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে চলমান বস্ত্রনীতি সংশোধনপূর্বক নতুন আঙ্গিকে বস্ত্রনীতি-২০১৭ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বস্ত্রখাতের সংশ্লিষ্ট সকল উপখাত এবং বস্ত্রখাত বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহকে সন্নিবেশ করে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণপূর্বক বস্ত্রনীতি-২০১৭ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বস্ত্রখাতের সম্ভাবনা ও ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধিকে সংহত রেখে উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বস্ত্রখাতের উপযুক্ত বিকাশে বস্ত্রনীতি-২০১৭ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

## অধ্যায়-২

### বস্ত্রনীতির ভিশন ও মিশন :

১. **ভিশন:** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাসক্ষম শক্তিশালী বস্ত্র ও পোশাকখাত।

২. **মিশন:** উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বস্ত্র ও পোশাকখাত বিকশিত করা।

## অধ্যায়-৩

## বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্য

১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপযোগী করে বস্ত্র ও পোশাকখাতকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;

২. বস্ত্রপণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ পূরণ এবং মধ্য ও উচ্চ মূল্য সংযোজিত রপ্তানিমুখী তৈরি-পোশাকশিল্পের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক বস্ত্রশিল্পের অধিকতর উন্নয়ন;

৩. প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বহুমুখী বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান;

৪. প্রাথমিক বস্ত্রখাতের (PTS) সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পিনিং, উইভিং, নীটিং, ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং, হোসিয়ারি, হোম টেক্সটাইলস, টেরিটাওয়েল, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প ইত্যাদি উপখাতের স্ব স্ব ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৫. দেশের বস্ত্রখাতে উৎপাদিত পণ্য সর্বাধিক প্রাধিকারপ্রাপ্ত শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা (Duty free market access), Most Favoured Nation status এর স্বীকৃতি আদায় এবং National Treatment এর মাধ্যমে যাতে সকল দেশের বাজারে সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

৬. বস্ত্রশিল্প স্থাপন ও দক্ষ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ। লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিদ্যমান এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

৭. পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্জ্য অপসারণ, বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য পুনঃব্যবহার ও বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন উৎসাহিতকরণ এবং সর্বোপরি দূষণমুক্ত পরিবেশ রাখার লক্ষ্যে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং (Wet Processing) এবং ওয়াশিং কারখানাসমূহে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিদ্যমান পরিবেশ আইন ও পরিবেশ বিধিমালা অনুসরণ;

৮. ভোক্তাদের রুচি, গ্রহণযোগ্যতা, চাহিদা বিবেচনায় রেখে দেশীয় বস্ত্রের মানোন্নয়ন ও ডিজাইন এর ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে ওঠা দেশীয় ফ্যাশন হাউসসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

৯. সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতায় বেসরকারি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনা এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;

১০. উচ্চমূল্য সংযোজনকারী বস্ত্রপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপণ;

১১. টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রতিষ্ঠা করে একটি শক্তিশালী মাল্টি-ফাইবার কাঁচামাল এর ভিত্তি (Base) তৈরিতে সহায়তাকরণ;

১২. স্থানীয় সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ;

১৩. তৈরি পোশাক খাতে ফ্যাশন ডিজাইন, বিশেষায়িত পোশাক উৎপাদন এবং তৈরি পোশাক খাতের সহায়ক শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;

১৪. বস্ত্র ও পোশাকখাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

১৫. বস্ত্রশিল্প খাতে Design এবং Fashion Institute স্থাপন ও নিজস্ব ব্রান্ডিং তৈরী করার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান;

১৬. আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাহিদা/স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Compliance Issue গুলোর পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন।

## অধ্যায়-৪

## সংজ্ঞাসমূহ

**১. পোষক কর্তৃপক্ষ :** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫-০৫-২০১৪ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ : "পোষক কর্তৃপক্ষ : পোষক কর্তৃপক্ষ বলিতে কোন বিশেষ শ্রেণি/খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে। Allocation of Business অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যেই মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সেই মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/দপ্তর সংশ্লিষ্ট খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করিবে। যেমন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক), বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বস্ত্র দপ্তর, পাট শিল্পের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তর, মৎস্য শিল্পের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা) পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হইবে।"

২. **বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ** : বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ বলতে বস্ত্র পরিদপ্তরকে বুঝাবে।

৩. **বস্ত্রশিল্প** : বস্ত্রশিল্প বলতে সুতা উৎপাদন থেকে পোশাক তৈরির জন্য স্থাপিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

৪. **স্পিনিং (সুতা উৎপাদন)** : স্পিনিং শব্দকে দুইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

- পলিমারের বিভিন্ন রূপ থেকে নানারকম আঁশ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সুতা উৎপাদন;
- স্টেপল অথবা প্রাকৃতিক ফিলামেন্ট থেকে সুতা উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া।

৫. **উইভিং (বয়ন)** : বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া যা দ্বারা দুই বা ততোধিক সুতাকে একে অপরের সমকোণে বয়নের মাধ্যমে বিজড়িত করা হয়।

৬. **নীটিং** : এক বা একাধিক সুতার ধারাবাহিক Loop কে পরস্পর বিযুক্ত করার মাধ্যমে নীট বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়।

ক. হোসিয়ারি :

- পায়ের পাতা এবং পা ঢাকার জন্য বোনা আবরণ;
- বিশেষ করে নারীদের স্টকিংস হিসেবে ব্যবহারের জন্য বুনন অথবা বয়নকৃত মোজা;
- বিভিন্ন হোসিয়ারি সামগ্রী যেমন-ভেস্ট, স্টকিংস, মোজা, অন্তর্বাস ইত্যাদি।

খ. **নীট ডাইং** : নীটবস্ত্র রঞ্জন প্রক্রিয়া।

৭. **ওভেন ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং** :

ক. **ডাইং** : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশ, সুতা, কাপড় ও পোশাকে রঙের প্রয়োগ প্রক্রিয়াকে বোঝায়;

খ. **প্রিন্টিং** : যে প্রক্রিয়ায় বস্ত্রপণ্যকে নির্দিষ্ট ডিজাইন বা নকশা অনুসারে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয়, তাকে প্রিন্টিং বা ছাপাকরণ বলে;

গ. **ফিনিশিং** : রঙ প্রয়োগের পূর্বে অর্থাৎ ডাইং ও প্রিন্টিং ব্যতীত Grey অথবা Greeze কাপড় বাজারজাতকরণের পূর্বে অথবা বিক্রয়ের পূর্বে অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করা হয় তাকে ফিনিশিং বলে;

৮. **ইয়ার্ণ ডাইং (সুতা রংকরণ)** : বয়ন অথবা বুননের পূর্বে সুতা রাঙ্গানোর প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। সুতা রঙ করার ৫টি মূল প্রক্রিয়া হল বীম, কেক, চেইন ওয়ার্প, হ্যাংক এবং প্যাকেজ ডায়িং;

৯. **সেলাই সুতা** : হাতে অথবা মেশিনে সেলাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের সুতা (আঁশের প্রকারভেদ না করে) যা শক্ত অথবা নরম মোম জাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত করা হয় এবং যাতে বন্ধনমুক্ত আঁশ না থাকে;

১০. **জরী সুতা** : বস্ত্রের সৌন্দর্য বর্ধণের জন্য উজ্জল রংয়ের মেটলিক সুতা (রাউন্ড/ফ্লাট) যার দ্বারা বস্ত্রের উপর নকশা/অলংকরণ করা হয়;

১১. **তৈরিপোশাক** : তৈরিপোশাক বলতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছদ, পোশাক, আবরণ এবং মস্তক আবরণ ও পাদুকাসহ অন্যান্য পরিচ্ছদকে বোঝানো হয়;

ক. **নীটওয়্যার** : নীটওয়্যার বলতে সাধারণতঃ ওয়েস্ট-নীটেড বহিরাবরণীকে বোঝায়। যেমন, পুলওভার, জাম্পার, কার্ডিগান এবং স্যুয়েটার। বাংলাদেশে নীটওয়্যার বলতে নীট ফেব্রিক কাটিং ও সেলাই এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত টি-শার্ট, পোলো-শার্ট, স্পোর্টস ওয়্যার ইত্যাদিকেও বোঝানো হয়;

খ. **ওভেন তৈরিপোশাক** : বয়ন বস্ত্র কাটা ও সেলাই এর মাধ্যমে পোশাক তৈরিকে বোঝানো হয়;

গ. **নন-ওভেন** : নন-ওভেন ফেব্রিক বলতে সরাসরি বিভিন্ন রকমের আঁশ (সুতা নয়) থেকে প্রস্তুতকৃত বস্ত্রপণ্যকে বোঝানো হয়। নন-ওভেন বস্ত্র বলতে যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও তাপ দ্বারা অথবা এ সকল কৌশলের একত্রিত প্রয়োগের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার আঁশ দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্তিকৃত উৎপাদিত বস্ত্রপণ্যকে বোঝানো হয়;

১২. **টেকনিক্যাল টেক্সটাইল** : যে সকল টেক্সটাইল পণ্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে উচ্চ প্রকৌশলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সে সকল বস্ত্রপণ্যকে বোঝানো হয়।

## অধ্যায়-৫

## বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাত বিষয়ক উদ্যোগ

**ক. স্পিনিং উপখাত (সুতা উৎপাদনকারী শিল্প) :**

বিভিন্ন প্রকারের স্পিনিং উপখাত (সুতা উৎপাদনকারী শিল্প) বস্ত্রখাতের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্পের প্রথম পর্যায়। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন বাংলায় মাত্র ১১টি সুতা ও বস্ত্রকল স্থাপিত হয় এবং ১৯৭২ সাল নাগাদ দেশে মোট সুতা ও বস্ত্রকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪টিতে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়করণ নীতি অনুসরণের ফলে সবক'টি মিলের মালিকানা সরকারি খাতে ন্যস্ত করা হয়। আশির দশকের পর থেকে বস্ত্রকলসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরকারিকরণ করা হয়। এসময় বস্ত্রখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় এবং প্রাথমিক বস্ত্র ও তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি আরম্ভ হওয়ায় এ খাত একটি লাভজনক খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। বেসরকারিখাতের স্পিনিং শিল্প স্থানীয় বাজারের সিংহভাগ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী নীট শিল্পের জন্য ব্যবহৃত সুতার প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং ওভেন শিল্পের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ সরবরাহ করছে। এ ছাড়া উৎপাদিত সুতার কিয়দংশ হোমটেক্সটাইল, টেরিটাওয়েল, শপটাওয়েল ও ডেনিম ফেব্রিক্স উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**স্পিনিং উপখাতের উন্নয়নে উদ্যোগ :**

১. পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে যাচিত সহায়তা প্রদান করা হবে;

২. বেসরকারি উদ্যোগে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন স্পিনিং মিল স্থাপন এবং বিদ্যমান পুরাতন মিলসমূহের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ উৎসাহিতকরণ এবং টেস্টিং ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সুতা উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে;

৩. স্পিনিং উপখাতসহ বস্ত্রশিল্পের অন্যান্য উপখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে;

৪. মিলসমূহের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অবচয় হার হ্রাস করা হবে;

৫. সুতার উৎপাদন খরচ হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং তুলার পাশাপাশি কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

**খ. উইভিং উপখাত :**

উইভিং উপখাত (বস্ত্রবয়ন) বস্ত্রশিল্পের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্পের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সুতা থেকে গ্রে-কাপড় উৎপাদন করা হয়। আগামী বছরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং রপ্তানি বাজারে তৈরিপোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে উইভিং উপখাতের দ্রুত সম্প্রসারণে বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে বেসরকারি খাতে বিটিএমএর অধীনে গ্রে-ফেব্রিক উৎপাদনকারী মাঝারী ও বড় আকারের মিলের সংখ্যা প্রায় ছয় শতাধিক। বিএসটিএমপিআই এর অধীনে ১৫০০টি মাঝারি ও ছোট আকারের স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট রয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক রপ্তানিমুখী টেরিটাওয়েল শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের টাওয়েল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে এবং স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টেরিটাওয়েল শিল্প স্থাপিত হয়েছে। অধিকন্তু তাঁতশিল্প, বেনারসি ও জামদানিসহ বিভিন্ন স্থানীয় বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে থাকে। উল্লেখ্য নিকট অতীতে জিন্স, ডেনিম ও হোমটেক্সটাইল উৎপাদনে ব্যাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে জিন্স ও ডেনিম বস্ত্র রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাকে ব্যবহার ছাড়াও সরাসরি উন্নত দেশসমূহে রপ্তানি হচ্ছে।

**উইভিং উপখাতের উন্নয়নে উদ্যোগ :**

১. দেশে বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন উইভিং শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

২. উইভিং উপখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে;

৩. টেরিটাওয়েল ও লিনেন উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা ও কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪. জিন্স ও ডেনিম বস্ত্রের উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ, বাজারজাতকরণে ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৫. প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে যথাযথ সরকারি সহায়তা প্রদান এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬. এ খাতের ইউনিটসমূহের ক্ষমতা সুষমকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক আধুনিকায়ন কর্মসূচি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭. পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিকে আধুনিকীকরণে শাটললেস লুম স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮. তাঁতশিল্পসহ পাওয়ারলুম সেক্টরের সমস্যা সমাধানে এ ধরনের শিল্প সংশ্লিষ্ট SME (Small and Medium Enterprise) গুলোকে নিয়ে Cluster Approach গ্রহণ।

## গ. নীটিং-নীটি ডাইং ও হোসিয়ারি শিল্প :

দেশের নীটিং ও হোসিয়ারি শিল্প বহুকাল থেকে নীট ও হোসিয়ারি পণ্য যেমন:- টি-শার্ট, পলো শার্ট, গেঞ্জি, ল্যানজারি, আন্ডার গার্মেন্টস ইত্যাদির স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আসছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ নীটওয়্যার পণ্যাদি তৈরিপোশাক হিসেবে বহির্বিশ্বে রপ্তানি শুরু করে। রপ্তানিমুখী নীটওয়্যার শিল্পে ব্যবহারের জন্য ক্রমবর্ধমান বস্ত্রের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রপ্তানিমুখী নীটিং ও নীট ডাইং-ফিনিশিং ইউনিট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সনাতন প্রযুক্তি সংবলিত বেশ কিছু সংখ্যক হোসিয়ারি কারখানা নীট বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে। দেশে গড়ে উঠা নীটিং ও নীট ডাইং শিল্প রপ্তানিমুখী নীটওয়্যার শিল্পের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম।

### নীটিং-নীট ডাইয়িং শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগ :

১. এ উপখাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নীটিং ও হোসিয়ারি কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নতুন নীটিং ও হোসিয়ারি ইউনিট স্থাপনের জন্য পৃথক 'নীট ভিলেজ' স্থাপনের উদ্যোগ/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতায় নীট ভিলেজ স্থাপনের বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

২. স্থানীয় বাজারমুখী সনাতন হোসিয়ারি কারখানাগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তি ও চলতি মূলধনের অর্থায়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।

## ঘ. ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং উপখাত :

আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের রং, ডিজাইন ও ফিনিশিং বস্ত্রপণ্যের বিপণনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের চাহিদার মূল উৎস হচ্ছে স্থানীয় বাজার, রপ্তানি বাজার ও রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্প। দেশে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় ৩০০টির অধিক ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট রয়েছে। বিদ্যমান ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটগুলোর মধ্যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দ্বারা স্থাপিত বেশ কিছু সংখ্যক ইউনিট আন্তর্জাতিক মানের বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণে সক্ষম। আধা-স্বয়ংক্রিয় ইউনিটসমূহের অধিকাংশই সাধারণ মানের বস্ত্র প্রক্রিয়াজাত করে থাকে।

### ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং উপখাতের সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগ :

১. দেশে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রে-কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানিমুখী ওভেন পোশাক শিল্পের জন্য সিনথেটিক গ্রে-বস্ত্র (যে সকল গ্রে-বস্ত্র বর্তমানে খুবই স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে) সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ "বন্ডের ওয়্যার হাউস" ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি অব্যাহত রাখার বিষয়টি সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;

২. উইভিং, ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সক্ষমতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোরদারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. উন্নতমানের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম আধুনিক যন্ত্রপাতিসম্পন্ন ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্প স্থাপনে উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ঙ. রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্প :

রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্প ১৯৭৭-৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে। এ শিল্প আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪.৮৮ শতাংশ আহরণে সক্ষম হয়েছে। রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্প প্রধানত: দু'ভাগে বিভক্ত, যেমন-ওভেন পোশাক ও নীটওয়্যার। বিগত বছরসমূহে ওভেন পোশাক অপেক্ষা নীটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পাওয়ারলুম শিল্পে কারিগরি পশ্চাদপদতা, দক্ষ প্রযুক্তিবিদের স্বল্পতা ও অন্যান্য সমস্যার কারণে উইভিং শিল্পের চাহিদানুযায়ী বস্ত্র সরবরাহে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে রপ্তানিমুখী ওভেন তৈরিপোশাকের বস্ত্র চাহিদার মাত্র ৩০-৩৫ শতাংশ স্থানীয় বস্ত্র দ্বারা মেটানো হচ্ছে এবং বাকী বস্ত্র ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানি করতে হয়। ফলে এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজনের হার নীটওয়্যার শিল্পের তুলনায় অনেক কম। অপরদিকে রপ্তানিমুখী নীটওয়্যার শিল্পের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ বস্ত্র স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। এখাতে সোয়েটার শিল্প একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল উপখাত। বয়ন ও নীট পোশাকের প্রয়োজনীয় বস্ত্র চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন।

রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ :

১. তৈরি পোশাকের রপ্তানিবাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানিমূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি বিনিয়োগ বান্ধব এবং ব্যবসায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২. বৈদেশিক ক্রেতাগণের যৌক্তিক কমপ্লায়েন্স চাহিদা সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য প্যারামিটার প্রণয়ন করা হবে এবং সমন্বিত কমপ্লায়েন্স পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ও কর্মচারিদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (কর্মঘন্টা নির্ধারণ, শ্রম আইনের প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা প্রদান, ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা বিধান ইত্যাদি) পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুসৃত হবে;

৩. রপ্তানিমুখী পোশাক উৎপাদনে উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস ও তৈরিপোশাক রপ্তানি থেকে অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের (বিশেষ করে উইভিং ও ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং) সাথে তৈরিপোশাক শিল্পের কার্যকর অগ্র-পশ্চাৎ-সংযোগ (Forward-Backward Linkage) স্থাপনের জন্য নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪. তৈরিপোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্মকান্ড জোরদারকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাজার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা হবে;

৫. বিভিন্ন দূতাবাসে বাংলাদেশের বস্ত্রের প্রদর্শনী এবং মিউজিয়াম স্থাপন, বিদেশি ক্রেতা আকৃষ্টকরণের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ, দেশীয় বস্ত্রশিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৬. বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে অর্থনৈতিক অঞ্চলে এ্যাপারেল এক্সপোর্ট পার্ক, টেক্সটাইল পার্ক এবং Art/Fashion Technology Institutes গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের উদ্যোক্তাদের সুরক্ষার জন্য টেক্সটাইল পার্কে/নতুন শিল্প পার্কে কারখানা/অবকাঠামো নির্মাণের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৭. রপ্তানিমুখী বস্ত্রখাত উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন বস্ত্র পল্লী নির্মাণে সহায়তা, অর্থনৈতিক জোন, ইপিজেড ইত্যাদি এলাকায় পোশাক শিল্পের জন্য প্রাধিকার প্রদান করা হবে।

চ. বস্ত্র ও তৈরিপোশাক সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাত :

দেশের বস্ত্র ও রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাকের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য নানা ধরনের Allied বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতাকল ও বস্ত্রকলের উৎপাদন নির্ভর করে খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ, ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে স্টার্চ, ব্লিচিং এক্সেসরিজ, রং ও রসায়ন এবং পোশাক শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে সেলাই সুতা, বোতাম, লেবেল, কার্টুন, জিপার, ইলাস্টিক ইত্যাদি সরবরাহের ওপর। তাছাড়া ভোক্তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্রপণ্যের ওপর নির্ভর অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে যেমন- বাটিক ও লেস শিল্প। এই উপ-খাত শ্রমঘন ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি ক্রমবর্ধনশীল রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বস্ত্র ও তৈরিপোশাক সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাতের উন্নয়নে উদ্যোগ :

১. সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে এ শিল্পের সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে;

২. ভবিষ্যতে এ সকল Allied শিল্প যাতে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সজাগ দৃষ্টি রাখবে;

৩. সুচারুরূপে পরিচালন নিশ্চয়তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সকল শিল্প প্রস্তাবিত আরএমজি ভিলেজের নিকটবর্তী স্থানে বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪. এ সকল শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন অর্থায়নে প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

৫. এ সকল শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

ছ. তাঁতশিল্প :

দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে হস্তচালিত তাঁতশিল্প বহু শতাব্দী থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ জনশক্তি এ শিল্পের সাথে জাড়িত। কৃষির পরই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র হ'ল তাঁতশিল্প খাত। সর্বশেষ তাঁতশুমারী অনুযায়ী দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ, তন্মধ্যে ৩ লক্ষাধিক তাঁত চালু রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ করে নারীদের অন্তর্ভুক্তিতে তাঁতশিল্পের ভূমিকা অনন্য। হস্তচালিত তাঁতশিল্প বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটিয়ে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রপণ্য সরাসরি রপ্তানি ছাড়াও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

তাঁতশিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ :

১. তাঁতীদেরকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান তাঁতী সমিতি বিধিমালা অনুযায়ী ৩ ধরনের সমিতি তথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জাতীয় সমিতি গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২. শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতা বাংলাদেশ তাঁতী বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির মাধ্যমে বিতরণে প্রদত্ত বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে;

৩. তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল ও ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসিক সেন্টার স্থাপন করা হবে;

৪. বেনারসি ও জামদানি কাপড় বুনন এর কাজে ব্যবহৃত পিট তাঁত ছাড়া স্বল্প উৎপাদনশীল বাকী পিট তাঁত পর্যায়ক্রমে অধিক উৎপাদনশীল সেমি-অটোমেটিক এবং পাওয়ারলুম তাঁতে রূপান্তর করে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৫. বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য আধুনিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে;

৬. তাঁতীদেরকে উন্নত বয়ন প্রণালীতে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও চাহিদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে;

৭. বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তাঁত নিবিড় অঞ্চলসমূহে আরও হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার এবং সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন করা এবং বিদ্যমান সেন্টারসমূহের সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করা হবে;

৮. বস্ত্রের গুণগতমান ও আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাঁতবস্ত্রের নকশার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নকশা কেন্দ্র স্থাপন ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছোট ছোট নকশা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে;

১০. তাঁতবস্ত্র জনপ্রিয় করা ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ও বাংলাদেশি পণ্যের একক প্রদর্শনীতে তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির সদস্য, তাঁত কারখানার মালিক, তাঁতবস্ত্র রপ্তানিকারকদের অংশগ্রহণে তাঁত বোর্ড কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হবে;

১১. তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

১২. তাঁতীদের উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার, সম্মানসূচক সনদ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;

১৩. তাঁতপণ্য জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রদর্শনী, বিপণন, ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থায়ী তাঁতপণ্য প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

১৪. উন্নতমানের জামদানি ও বেনারসি কাপড়ের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জামদানি ও বেনারসি শিল্পনগরী স্থাপন, বিপণন ও প্রদর্শনকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা হবে;

১৫. হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের ক্ষেত্রে ন্যাপথল রং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে;

১৬. গ্রামের নারী তাঁতীদেরকে সংগঠিত করে পৃথক পৃথক স্বাবলম্বী দল (SHG-Self Help Group) তৈরি করে তাদেরকে স্বল্প সুদে এবং নমনীয় শর্তে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ নারী তাঁতীদেরকে সনাতনী ডিজাইনের পাশাপাশি CAD (Computer Aided Design) সহ আধুনিক ডিজাইন তৈরিতে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৭. দেশীয় ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ইউনিফর্মের জন্য ও পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে তাঁতবস্ত্রের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে;

১৮. তাঁতবস্ত্রের উন্নয়নে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনসহ ঐতিহ্যবাহী মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারসহ জামদানি ও বেনারসি শাড়ির উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জ. <u>রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রশিল্প :</u>

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭ এর মাধ্যমে ৭৪টি মিল নিয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করার ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টিতে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত সুতা ও বস্ত্র মিলসমূহের অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে ক্রমাগত প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় এ খাতের মিলসমূহ পরিচালনা সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যাংকসমূহ মিলগুলোকে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলশ্রুতিতে সরকার রাষ্ট্রীয়খাতের বস্ত্রকলগুলো বেসরকারিকরণ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় মোট ৬৫টি বস্ত্রকল হস্তান্তর, বিক্রয় ও অবসায়ন করা হয়। ফলে বর্তমানে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু, বন্ধ ও লে-অফসহ ১৮টি বস্ত্রকলের মোট ২২টি ইউনিট রয়েছে।

১. **বিরাষ্ট্রীয়কৃত মিলের দায়-দেনা :**

আশির দশকের শুরু থেকে এযাবৎ বিরাষ্ট্রীয়করণ বা বেসরকারিকরণকৃত বস্ত্রকলসমূহের দায়-দেনা নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. **রাষ্ট্রায়ত্ত মিলসমূহের পরিচালন :**

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বেশ কিছু মিলে প্রচুর পরিমাণে জমি, আবাসিক ভবন, কারখানাভবন, অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সীমিত পরিমাণ পরিচালনার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, ইউটিলিটি সার্ভিস ইত্যাদি সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল সম্পদের ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ ও বস্ত্রকলসমূহের পরিচালনা পদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে;

(ক) যে সকল রাষ্ট্রীয় বস্ত্রকল আধুনিকায়ন করে ও পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে চালু এবং মুনাফা অর্জনে সক্ষম সে সকল বস্ত্রকল চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

(খ) বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা;

(গ) বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের টেস্টিং ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব উন্নীতকরণ এবং প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি সংযোজন করা।

## অধ্যায়-৬

## বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ

বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ কাঁচাতুলা ও কৃত্রিম আঁশ। কিন্তু দেশে মোট চাহিদার মাত্র ১-২ শতাংশ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাঁচাতুলা উৎপাদিত হয়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কাঁচাতুলা উৎপাদনে বিভিন্ন জটিলতা যেমন : অতিবৃষ্টি, কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকের অনভিজ্ঞতা, আধুনিক জিনিং পদ্ধতির অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে একর প্রতি উৎপাদন প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কম হওয়ায় তুলা একটি লাভজনক ফসল হওয়া সত্ত্বেও এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জমির বৈশিষ্ট্য তুলা উৎপাদনের উপযোগী। অধিকন্তু দেশে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন খুবই নগণ্য বিধায় বস্ত্রপণ্যের বহুমুখীকরণ বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে তুলাচাষ জনপ্রিয় করার মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের জন্য চাহিদাকৃত তুলার উল্লেখযোগ্য অংশ সরবরাহ করা সম্ভব।

<u>বস্ত্রশিল্পের কাঁচামালের স্থানীয় উৎপাদনে উদ্যোগ :</u>

১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় তুলা উৎপাদন কর্মসূচি অধিকতর জোরদার করার মাধ্যমে দেশে তুলা চাষ উপযোগী বিভিন্ন এলাকায় তুলা চাষের সম্প্রসারণ করা হবে;

২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উন্নতমানের তুলাবীজ আমদানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;

৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় তুলা উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য চাষীদেরকে প্রয়োজনে নগদ সহায়তা প্রদানসহ বীজ, তুলা, সার ও কীটনাশক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪. তুলার আঁশ থেকে বীজ পৃথকীকরণের জন্য আধুনিক Ginning ব্যবস্থা চালু করা হবে;

৫. তুলাচাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দেশীয় পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৬. কৃত্রিম আঁশ (পলিয়েস্টার, এক্রাইলিক, ভিসকস, নাইলন ইত্যাদি) উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দেশীয় পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭. তুলা, পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুর (রেশম, উল ইত্যাদি) সংমিশ্রনে সুতা উৎপাদন ও বহুমুখী বস্ত্রপণ্যের উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে;

৮. অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু যথা : নারিকেলের ছোবড়া, আনারসের পাতা, কলাগাছের আঁশ, ধনিচা, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনের বিভিন্ন এনজিও, বুটিক ও ফ্যাশন সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

## অধ্যায়-৭

## মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের বস্ত্রখাতকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। ফলে এ খাতের কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব রয়েছে। ফলে বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন উপখাতের দক্ষ পরিচালনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ জনবল ও বিশেষজ্ঞ আনয়ন করে অনেক মিল পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে একদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে বস্ত্রশিল্প বিদেশি জনবলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

<u>মানব সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগ:</u>

১.জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) এর আওতায় বস্ত্রখাতের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ও বস্ত্রখাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে টেক্সটাইল সেক্টর স্কিলস্ কাউন্সিল গঠন করা হবে। কাউন্সিল টেক্সটাইল সেক্টরে স্থানীয় দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দক্ষ জনবল সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

২. বস্ত্রখাতের শিক্ষা ও জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা যেমন, বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় পরিচালিত নিটার, বিজিএমইএ পরিচালিত ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এ্যান্ড টেকনোলজি, বিকেএমইএ পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব এ্যাপারেল রিসার্চ এ্যান্ড টেকনোলজি, অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চলমান রয়েছে। এ সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

৩. বস্ত্র ও রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত জনবলের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে কৌশলগত সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিদ্যমান বস্ত্রশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৪. বস্ত্রখাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কারিকুলামের আধুনিকায়ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক হারের বেতন ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে;

৫. তৈরী পোশাক উৎপাদন, উৎকর্ষ সাধন ও বিপণন জোরদার করার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্চেন্ডাইজিং, ফ্যাশন টেকনোলোজি ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া উচ্চমূল্য, ফ্যাশন পণ্য ও বিশেষায়িত পোশাক উৎপাদনে জাতীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিভাগ স্থাপন কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;

৬. বস্ত্রখাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষাসহ উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির জন্য বিদ্যমান Trainer Training Center (TTC) গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি নতুন TTC স্থাপন করা হবে। বস্ত্রশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণা জোরদার করা হবে ও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য দেশে বিশেষায়িত পূর্ণাংগ টেক্সটাইল গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭. পর্যায়ক্রমে বিদেশি বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলীদের উপর নির্ভরতা হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮. দেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিবেচনায় সবুজ শিল্পায়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে দক্ষ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর জোর প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

## অধ্যায়-৮

## রাজস্ব এবং আর্থিক প্রণোদনা

বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের সকল উপখাত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও এ্যাক্সেসরিজ, রং-রসায়ন, বস্ত্রশিল্পের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উৎপাদিত পণ্যের আমদানি, কর অবকাশ, নুতন শিল্প স্থাপন ও আধুনিকায়ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ডেট-ইক্যুইটির অনুপাত, নগদ সহায়তার হার, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উপর সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ে একই ধরণের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যমান শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে :

১. যে সকল বস্ত্র ও পোশাকশিল্প তাদের উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে অথবা রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিমুখী বস্ত্র ও পোশাক শিল্প হিসেবে গণ্য করা;

২. রপ্তানিমুখী বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রপ্তানি নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্রের অগ্র ও পশ্চাৎ শিল্পের প্রসারে সরকারিভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

৩. রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ (এ্যাক্সেসরিজ, রং-রসায়ন, সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি) আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং পণ্যচালান দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪. আমদানি নির্ভর যন্ত্রপাতির মধ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৫. রপ্তানি পণ্যের জন্য শুল্ক ফ্লাট রেইট এ প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) এর সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ প্রদান পদ্ধতি আরো সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৬. অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঋণপত্রের ও বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা;

৭. পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্প উপখাতের স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক গণকেও (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান;

৮. রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত হিসাবে তালিকাভুক্ত কাঁচামাল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সাপেক্ষে সীমিত পর্যায়ে আমদানি সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা;

৯. শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক ও বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে;

১০. ইটিপি স্থাপনে সহায়তার লক্ষে ইটিপি সংশ্লিষ্ট মেশিনারি বিনা শুল্কে বা রেয়াতি হারে শুল্ক সুবিধায় আমদানি এবং স্থাপনে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত তহবিলের অধীনে বিনিয়োগ সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি সময় সময় সরকার কর্তৃক বিবেচনা করা হবে;

১১. রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কিমকে অধিকতর সম্প্রসারিত ও জোরদার করা এবং বিদ্যমান ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের সুবিধা অব্যাহত রাখা;

১২. সরকারের প্রচলিত নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ শুল্কমুক্ত কাঁচামালের নমুনা আমদানির সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিদ্যমান শিল্পনীতি অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে এ বিষয়ে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সুবিধা প্রদান;

১৩. স্পিনিং উপখাতের উন্নয়নের স্বার্থে এ খাতের অপরিহার্য উপকরণ কাঁচাতুলা ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু এবং এটি তৈরির উপকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক-কর রেয়াত সুবিধা অব্যাহত রাখা;

১৪. তাঁতীদের জন্য উন্নতমানের প্রয়োজনীয় সুতা,রং-রসায়ন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;

১৫. চিহ্নিত রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬. স্থানীয় চাহিদা ও রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্পের বস্ত্র চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের জন্য যৌক্তিক পর্যায়ে সুদের হার হ্রাস করে নতুন বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন অর্থায়নের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প ইউনিটসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদানে উৎসাহিতকরণ;

১৭. টেক্সটাইল পার্ক, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পপার্কে বস্ত্রখাত এবং উপখাতের সকল শিল্পের কেন্দ্রীভবন প্রয়োজন। এ জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:—

- (ক) এ সকল অঞ্চলে নতুন বস্ত্রশিল্প স্থাপনের অনুমতি প্রদান;
- (খ) যে সকল পুরোনো শিল্প এ অঞ্চলে স্থানান্তরে আগ্রহী সেসকল শিল্পের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;
- (গ) এ সকল কেন্দ্রীভূত টেক্সটাইল শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় ইটিপি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান;
- (ঘ) সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

১৮. অনুন্নত শিল্প এলাকায় বস্ত্রশিল্প বা বস্ত্রপল্লী স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

১৯. বস্ত্রখাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারি খাতের ঋণ বাছাই কমিটির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে;

২০. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল প্রণোদনা ঘোষিত হয়েছে সেগুলো বস্ত্র খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

## অধ্যায়-৯

## বস্ত্রখাতে বিদেশি বিনিয়োগ

**বস্ত্রখাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:**

১. উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক বস্ত্রশিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

২. বিদ্যমান বিদেশি প্রাইভেট বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী বস্ত্রখাতে বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

৩. বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর বিদ্যমান আইনের আওতায় পূর্ণ প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান। অনুরূপভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সাপেক্ষে লাভ ও ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য। বিদেশি বিনিয়োগকারী যদি তার প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেন্ড বা অর্জিত লাভ পুনরায় বিনিয়োগ করেন তা হলে তাকে নতুন বিনিয়োগ হিসেবে গণ্যকরণ;

৪. বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের মাসিক মজুরীর ৭৫% এবং নিয়োগের শর্ত মোতাবেক তাদের সঞ্চয় ও অবসরকালীন সুবিধাদির ক্ষেত্রে ১০০% প্রত্যাবাসনের সুযোগ বিবেচনাকরণ;

৫. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগকারীকে বিসিক শিল্প নগরীতে বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রধিকার প্রদান;

৬. অনাবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের (NRB) বিনিয়োগকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা, এক্ষেত্রে দেশি বিনিয়োগকারীগণ যেন অসম প্রযোগিতার সম্মুখীন না হন তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা;

৭. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক বস্ত্রশিল্প স্থাপনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

৮. The Foreign Private Investment (promotion and protection) Act, ১৯৮০ এ বৈদেশিক বিনিয়োগকে যেভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বিধান বস্ত্রখাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

৯. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসকল প্রণোদনা ঘোষিত হয়েছে সেগুলো বস্ত্র খাতের বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে;

১০. The Income Tax Ordinance 1984 এ বিদেশি কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে সকল কর অবকাশ সুবিধা এবং ত্বরায়িত অবচয় (Accelarated Depreciation) প্রদান করা হয়েছে তা বস্ত্রখাতে যে সকল কোম্পানী বিনিয়োগ করবে তাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

## অধ্যায়-১০

## বস্ত্রনীতি বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

১. বিদ্যমান শিল্পনীতি, আমদানি ও রপ্তানি নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্রনীতি-২০১৭ এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে;

২. বস্ত্রখাতকে বিশ্ববাণিজ্যে প্রতিযোগী করে তোলার জন্য চলতি তহবিলের সংস্থান রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকল্প বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করবে বা উদ্যোগ নেবে;

৩. প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প ও রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ ও মূলধনের অনুপাত, ঋণের উপর সুদ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের জন্য শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৪. দেশের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে পুরুষ উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হবে। রপ্তানি আয় ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অধিকতর অবদান রেখে বস্ত্রখাত যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে;

৫. বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতে বিদ্যমান পুরাতন ও অলাভজনক পর্যায়ে উপনীত শিল্পসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার আধুনিকায়নের মাধ্যমে এ খাতের সার্বিক উন্নতি সাধন করা হবে;

৬. যে সব বন্ধ কারখানায় বিকল্প বিনিয়োগ হচ্ছে না, সেগুলোর ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে সেক্ষেত্রে তাদের দায়- দেনা নিস্পত্তির ব্যবস্থা না করে সেখাতে কোন নতুন প্রকল্প বা কলকারখানা পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেয়া হবে না;

৭. বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের রুগ্নশিল্পের তালিকা প্রণয়ন এবং এ সকল শিল্পের উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তাদের যৌক্তিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮. বস্ত্রখাতে নতুন শিল্প স্থাপনে দেশী-বিদেশী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে জনস্বার্থে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকার যে কোন অর্থনৈতিক বা কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব গ্রহণ ও বিবেচনা করবে;

৯. বস্ত্রপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি পূরণে ব্যক্তিখাতে নতুন শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণে সরকারের বিভিন্ন নীতির সাথে সংগতি রেখে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

১০. পাওয়ারলুম উপখাতের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ এবং এ খাতে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে দেশের স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক শিল্পের বস্ত্রের চাহিদা পূরণে সহায়তা ও সরাসরি রপ্তানি উৎসাহিত করা হবে;

১১. তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর জোরদার করা হবে;

১২. বস্ত্রশিল্পে তুলার সাথে পাটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে;

১৩. বস্ত্রশিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ অর্থায়নে সিন্ডিকেটেড তহবিল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে;

১৪. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্রপণ্য আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে টেস্টিং ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উৎপাদিত বস্ত্র পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা সুলভে, সহজে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করা হবে;

১৫. বস্ত্রশিল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে;

১৬. বস্ত্রশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

১৭. বস্ত্রখাতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশবান্ধবতা বজায় রাখা হবে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি বিধান ও অন্যান্য মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে;

১৮. একটি ইনফরমেশন ও ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিল্প পরিসংখ্যান ইউনিট এবং পোষক কর্তৃপক্ষের (বস্ত্র পরিদপ্তর, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উইংকে শক্তিশালী করা হবে যেখানে বিনিয়োগকারীরা চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাবেন। বেসরকারি বা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ, আউটপুট, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সংগতিপূর্ণ তথ্য পেতে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে, যা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে;

১৯. বস্ত্রশিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ সরবরাহের নিমিত্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২০. বিদ্যমান 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন' এর আলোকে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের শিল্প স্থাপনের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ইপিজেড, টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস পল্লী, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, শিল্পপার্ক, হাইটেক পার্ক ইত্যাদি স্থাপনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

২১. পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বস্ত্র ও তৈরিপোশাক শিল্পের ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং (Wet Porocessing) এবং ওয়াসিং কারখানাসমূহের বিদ্যমান অবস্থান এবং এ ধরণের নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে ইউনিটভিত্তিক অথবা অঞ্চল ভিত্তিক ETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপে ETP স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

২২. ছোট ছোট ডাইং কারখানাগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটি ভিত্তিক Effluent Treatment plant (ETP) স্থাপন করা হবে;

২৩. পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপন ও সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরকে অনলাইনে সংযুক্ত করে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

# অধ্যায়-১১

## বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১১.১. সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্রনীতি-২০১৫ অনুসরণ করবে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং এ শিল্পের উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন আণয়ন করবে।

১১.২ উপদেষ্টা কমিটি বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা সমিতিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বস্ত্র বিষয়ক একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের এ্যাসোসিয়েশন সমূহের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বস্ত্র ও পোশাকখাতে পরিকল্পিত শিল্পায়নে শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবং বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর বিবিধ সমস্যাবলী নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্রনীতি-২০১৭ এ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে :

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ২। | মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | সহ-সভাপতি |
| ৩। | মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | সদস্য |
| ৪। | নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ৫। | গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক | সদস্য |
| ৬। | সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৭। | সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৮। | সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৯। | সিনিয়র সচিব/সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১০। | সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১১। | সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১২। | সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ | সদস্য |
| ১৩। | সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৪। | সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৫। | সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৬। | সিনিয়র সচিব/সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৭। | সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | সদস্য |
| ১৮। | সিনিয়র সচিব/সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৯। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা) | সদস্য |
| ২০। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) | সদস্য |
| ২১। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড | সদস্য |
| ২২। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি), | সদস্য |
| ২৩। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) | সদস্য |
| ২৪। | ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | সদস্য |
| ২৫। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ২৬। | পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর | সদস্য |
| ২৭। | নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |

| | | |
|---|---|---|
| ২৮। | সভাপতি, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) | সদস্য |
| ২৯। | সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), | সদস্য |
| ৩০। | সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) | সদস্য |
| ৩১। | সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) | সদস্য |
| ৩২। | সভাপতি, বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল এন্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ) | সদস্য |
| ৩৩। | সভাপতি, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস এন্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ) | সদস্য |
| ৩৪। | চেয়ারম্যান, উইমেন অন্ট্রিপ্রিনিউয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন | সদস্য |
| ৩৫। | যুগ্ম-সচিব (বস্ত্র), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | সদস্য-সচিব |

এ কমিটি ন্যূনপক্ষে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সভায় মিলিত হবেন এবং বস্ত্রনীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রমতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে এবং সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটর করার জন্য এক বা একাধিক মনিটরিং কমিটি গঠন করতে পারবেন।

**বস্ত্রশিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতি:**

**বস্ত্র খাতে কর্মসংস্থান ও নারী শ্রমিক**

বস্ত্রশিল্প একটি শ্রমনিবিড় খাত। এ উপখাতে বর্তমানে ৫০ লক্ষাধিক জনবল প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত আছে। আগামী বছরসমূহে বস্ত্র ও পোশাকশিল্পের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ শিল্পে কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই নারী। নারীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বস্ত্রখাতে প্রায় ৮০ ভাগ নারী শ্রমিক রয়েছে।

**বস্ত্রশিল্প খাতের নারীর উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:**

১. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উদ্বুদ্ধকরণের সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২. নারী শ্রমিক ও কর্মচারিদের উপযুক্ত আবাসিক সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা, রাতের শিফটে নিরাপত্তা, চাকুরির নিয়োগ চুক্তি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. নারী শ্রমিক ও কর্মচারিদের বস্ত্র ও পোশাকশিল্পে ভবিষ্যত নিয়োগ সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪. বস্ত্রখাতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পে নারী উদ্যোক্তারা যাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেজন্য বিবিধ প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে;

৫. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রচলিত নীতির মূল্যায়ন ও সহজীকরণ করা হবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে শিল্প মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। শিল্পঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রবেশ নিশ্চিত করার লক্ষে নারীবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উচ্চ মানের প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের একক ও দলীয় ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬. বস্ত্রশিল্প খাতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যাতে ব্যাপকভাবে অংশ নেয় সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে;

৭. নারী শিল্পোদ্যোক্তা ও তাদেরকে সহায়তাদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এজেন্সিগুলোর মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক আদান-প্রদান ও শেয়ারিং এর বিশেষ ব্যবস্থা নেয় হবে;

৮. নারীর অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত বাধা চিহ্নিত করার পাশাপাশি অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৯. বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি শিল্প কারখানা, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং মাতৃ ক্লিনিক স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**রেশমখাত :**

দেশের রেশম শিল্পের সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এ শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন এবং বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশমপণ্যকে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত "জাতীয় রেশম নীতি-২০০৫" প্রণয়ন করা হয়েছে। রেশম খাতে বিদ্যমান সমস্যা, পণ্যের উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে রেশমপণ্যকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করার লক্ষে গবেষণা সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ, রেশমখাতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান, রেশমশিল্পের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রেশমশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, রেশমপণ্য আমদানির উপর শুল্ক ও করের পুনর্বিন্যাস, রেশম চাষীদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি "জাতীয় রেশম নীতি-২০০৫" এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা, পরামর্শ সেবা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :**

বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের মত দ্রুত উন্নয়নশীল খাতের সুপরিকল্পিত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা, পরামর্শ সেবা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য এ সকল কর্মকাণ্ড বর্তমানে খুবই সীমিত আকারে পরিচালিত হচ্ছে। যা সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে:

১. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

২. বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা ও বিদ্যমান পুরাতন শিল্পসমূহের আধুনিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরামর্শ সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. বস্ত্র ও সুতা উৎপাদনকারী শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা। এ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল তুলা ও সুতার প্রায় পুরোটাই বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পে তুলার সাথে রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাতকৃত পাট ও তুলার সংমিশ্রণে উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনের গবেষণা জোরদারকরণ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু যথা-নারিকেলের ছোবড়া, আনারসের পাতা, কলাগাছের আঁশ, ধনিচা, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনে বিভিন্ন এনজিও, বুটিক ও ফ্যাশন সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান।

**রুগ্ন বস্ত্রশিল্পসমূহের পুনর্বাসন :**

দেশে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা নানাবিধ এবং এদের রুগ্ন হবার কারণও ভিন্নতর। দেশে বস্ত্রখাতে মোট কতগুলো শিল্পপ্রতিষ্ঠান রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে, এ লক্ষে পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জরিপ করে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**বস্ত্র পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ ও রপ্তানি নিরুৎসাহিতকরণ :**

১. সরকারিভাবে কঠোর নীতি নির্ধারণপূর্বক সকল পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের কার্যক্রম গ্রহণ;

২. স্থানীয় স্পিনিং মিলের অবচয়িত কটন-ওয়েস্ট (থ্রেড-ওয়েস্টসহ) সরাসরি রপ্তানি না করে টেরিটাওয়েল, ডেনিম, জিনস্, হোমটেক্সটাইল, খাদিসামগ্রী, মোটা সুতা ইত্যাদি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই কটন-ওয়েস্ট (থ্রেড-ওয়েস্টসহ) সরাসরি রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. দেশের স্থল ও জলপথে আমদানিকৃত পণ্যের উপর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারসহ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অবৈধ আমদানি রোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

**বস্ত্রখাতের জন্য নির্ধারিত Compliance বাস্তবায়ন :**

বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র ও পোশাক শিল্পসংক্রান্ত Compliance পরিপালনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

১. Compliance ইস্যুসমূহ মেনে চলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনগুলোকে সচেষ্ট হতে হবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ;

২. বিদেশী ক্রেতাগণ কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন Compliance ইস্যু সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে একীভূত করে সকল তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকের জন্য প্রযোজ্যকরণ;

৩. Compliance সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারিদেরকে এ সকল বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার ও তাদের কর্মপরিবেশে চাকুরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, সেমিনার আয়োজন ও Demonstration পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকলের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. বস্ত্রখাতে Compliance ইস্যু বাস্তবায়নের লক্ষে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক জোরদারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

**বস্ত্র ও তৈরিপোশাক শিল্পের জন্য শহরের বাহিরে ETP স্থাপনসহ বিশেষ শিল্প এলাকা গড়ে তোলা:**

বস্ত্রশিল্পের, বিশেষ করে উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। এ সকল বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হবে:

১. ETP স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পর্যায়ে প্রণোদনা প্রদান;

২. বিদ্যমান বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন এর আলোকে শিল্প অঞ্চলসমূহকে বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে ETP স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান; এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), রাজউক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিটিএমএ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস এন্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ) এবং টেরিটাওয়েল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. ETP স্থাপনে পরিবেশ আইনের আলোকে স্থানীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সরকার কর্তৃক উৎসাহ প্রদান।

## আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন

### শিল্পোন্নত জেলাসমূহ

| বিভাগ | | জেলাসমূহ : |
|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | : | ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর। |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | : | চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেণী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। |
| রাজশাহী বিভাগ | : | বগুড়া ও পাবনা। |

### শিল্পে অনুন্নত জেলাসমূহ

| বিভাগ | | জেলাসমূহ : |
|---|---|---|
| রাজশাহী বিভাগ | : | জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ। |
| রংপুর বিভাগ | : | ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা। |
| খুলনা বিভাগ | : | চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট। |
| বরিশাল বিভাগ | : | বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা |
| ঢাকা বিভাগ | : | কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ। |
| ময়মনসিংহ বিভাগ | : | জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ। |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | : | খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান। |
| সিলেট বিভাগ | : | সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। |

বস্ত্রশিল্পের বিভিন্নখাত ও উপখাতের শ্রেণিবিন্যাস

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন খাত ও উপখাতের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

কোড নং

উপখাতের নাম

১. **Fiber preperation:**
- ১.১ জিনিং (Gining)- তুলা থেকে বীজ ছাড়ানো।
- ১.২ ম্যানুফেকচারিং অব ম্যানমেড ফাইবার (Manufacturing of Manmade Fiber)

২. **ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং (Yarn Manufacturing) :**
- ২.১ টেক্সটাইল কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজ (Textile Composite Industries)
- ২.২ টেক্সটাইল স্পিনিং (Textile Spinning)- Open-end or Rotor Spinning, Ring Spinning
- ২.৩ ওয়েস্ট কটন স্পিনিং (Waste Cotton Spinning)
- ২.৪ ম্যানুফেকচারিং অব ফিলামেন্ট ইয়ার্ন (Manufacturing of Filament Yarn)
- ২.৫ রোপ এন্ড টোয়াইন ন্যাচারাল ফাইবার (Rope & Twine Natural Fiber)
- ২.৬ রোপ এন্ড টোয়াইন ম্যানমেইড ফাইবার এন্ড ফিলামেন্ট (Rope & Twine Manmade Fiber & Filament)

৩. **প্রিপারেটরী ইন্ডাস্ট্রিজ ফর ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং (Preparatory Industries for Fabric Manufacturing) :**
- ৩.১ টুইস্টিং (Twisting)
- ৩.২ জরি ম্যানুফেকচারিং (Zori Manufacturing)
- ৩.৩ ওয়ার্পিং (Warping)
- ৩.৪ সাইজিং (Sizing)
- ৩.৫ ওয়াইন্ডিং (Winding)

৪. **ওভেন ফেব্রিক্স (Woven Fabrics) :**
- ৪.১ উইভিং (হস্তচালিত) Weaving (Handloom)
- ৪.২ উইভিং পাওয়ারলুম (বয়ন ফেব্রিক) Weaving Power Loom (Manufacturing of Woven Fabircs)-শাটল এন্ড শাটললেস
- ৪.৩ উইভিং স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (তুলা ও অন্যান্য আঁশ মিশ্রিত ফেব্রিক্স) Weaving Specialized Textile (Cotton & Other Fibers Mixed Fabrics)
- ৪.৪ উইভিং স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (সিল্ক, সিনথেটিক এন্ড মিক্সড ফেব্রিক্স) Weaving Specialized Textile (Silk,Synthetic & Mixed Fabrics)
- ৪.৫ উইভিং ব্লাংকেট (Weaving Blanket)
- ৪.৬ উইভিং কার্পেট (Weaving Carpet)

৫. **নন-ওভেন ফেব্রিক্স (Non-Woven Fabrics) :**

৬. **নীট ফেব্রিক্স (Knitt Fabrics) :**
- ৬.১ ওয়ার্প নিটিং (Warp Knitting)
- ৬.২ ফিশ নেটিং (Fish Netting)
- ৬.৩ সার্কুলার নিটিং (হোসিয়ারী থান) Circular Knitting (Hosiery)
- ৬.৪ সার্কুলার নিটিং (সক্স) Circular Knitting (Socks)
- ৬.৫ সার্কুলার নিটিং (রিব ফেব্রিক্স) Circular Knitting (Rib Fabrics)
- ৬.৬ সার্কুলার নিটিং (গ্যাস মেটাল) Circular Knitting (Gas Metal)
- ৬.৭ সার্কুলার নিটিং (অন্যান্য) Circular Knitting (Others)
- ৬.৮ ফ্লাট নিটিং (সোয়েটার) Flat Knitting (Sweater)

৭. ক্রসেটেড ফেব্রিক্স (**Crocheted Fabrics**)

৮. টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং (ফেব্রিক্স) **Textile Dyeing, Printing & Finishing (Fabrics)**

৮.১ মার্সেরাইজিং (ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক্স) Mercerising (Yarn & Fabrics)

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন খাত ও উপখাতের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

| ক্রঃ নং | কোড নম্বর | উপখাতের নাম |
|---|---|---|
| ১. | ফাইবার প্রিপারেশন : | |
| | ১.১ | জিনিং (Ginning)- তুলা থেকে বীজ ছাড়ানো। |
| | ১.২ | ম্যানুফেকচারিং অব ম্যানমেড ফাইবার (Manufacturing of Manmade Fiber) |
| ২ | **ইয়ার্ন ম্যানুফেচারিং (Yern Manufacturing) :** | |
| | ২.১ | টেক্সটাইল কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজ (Textile Composite Industries) |
| | ২.২ | টেক্সটাইল স্পিনং (Textile Spinning)-Open-end or Rotor Spinning, Ring Spinning |
| | ২.৩ | ওয়েস্ট কটন স্পিনিং (Waste Cotton Spinning) |
| | ২.৪ | ম্যানুফেকচারিং অব ফিলামেন্ট ইয়ার্ন (Manufacturing of Filament Yarn) |
| | ২.৫ | রোপ এন্ড টোয়াইন ন্যাচারাল ফাইবার (Rope & Twine Natural Fiber) |
| | ২.৬ | রোপ এন্ড টোয়াইন ম্যানমেইড ফাইবার এন্ড ফিলামেন্ট (Rope & Twine Manmade Fiber & Filament) |
| ৩ | **প্রিপারেটারী ইন্ডাস্ট্রিজ ফর ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং (Preparatory Industries for Fabric Manufacturing) :** | |
| | ৩.১ | টুইস্টিং (Twisting) |
| | ৩.২ | জরি ম্যানুফেকচারিং (Zori Manufacturing) |
| | ৩.৩ | ওয়ার্পিং (Warping) |
| | ৩.৪ | সাইজিং (Sizing) |
| | ৩.৫ | ওয়াইন্ডিং (Winding) |
| ৪ | **ওভেন ফেব্রিক্স (Woven Fabrics) :** | |
| | ৪.১ | উইভিং (হস্তচালিত) Weaving (Handloom) |
| | ৪.২ | উইভিং পাওয়ালুম (বয়ন ফেব্রিক্স) Weaving Power Loom (Manufacturing of Woven Fabircs)-শাটল এন্ড শাটললেস |
| | ৪.৩ | উইভিং স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (তুলা ও অন্যান্য আঁশমিশ্রিত ফেব্রিক্স) Weaving Specialized Textile (Cotton & Other Fibers Mixed Fabrics) |
| | ৪.৪ | উইভিং স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (সিল্ক, সিনথেটিক এন্ড মিক্সড ফেব্রিক্স) Weaving Specialized Textile (Silk,Synthetic & Mixed Fabrics) |
| | ৪.৫ | উইভিং ব্লাংকেট (Weaving Blanket) |
| | ৪.৬ | উইভিং কার্পেট (Weaving Carpet) |
| ৫ | **নন-ওভেন ফেব্রিক্স (Non Woven Fabrics)** | |
| ৬ | **নীটেড ফেব্রিক্স (Knitted Fabrics) :** | |
| | ৬.১ | ওয়ার্প নিটিং (Warp Knitting) |
| | ৬.২ | ফিশ নেটিং (Fish Netting) |

| | | |
|---|---|---|
| | ৬.৩ | সার্কুলার নিটিং (হোসিয়ারী থান) Circular Knitting (Hosiery) |
| | ৬.৪ | সার্কুলার নিটিং (সক্স) Circular Knitting (Socks) |
| | ৬.৫ | সার্কুলার নিটিং (রিব ফেব্রিক্স) Circular Knitting (Rib Fabrics) |
| | ৬.৬ | সার্কুলার নিটিং (গ্যাস মেটাল) Circular Knitting (Gas Metal) |
| | ৬.৭ | সার্কুলার নিটিং (অন্যান্য) Circular Knitting (Others) |
| | ৬.৮ | ফ্লাট নিটিং (সোয়েটার) Flat Knitting (Sweater) |
| ৭ | **ক্রসেটেড ফেব্রিক্স (Crocheted Fabrics)** | |
| ৮ | **টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং (ফেব্রিক্স) Textile Dyeing, Printing & Finishing (Fabrics) :** | |
| | ৮.১ | মার্সেরাইজিং (ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক্স) Mercerising (Yarn & Fabrics) |
| | ৮.২ | ইয়ার্ন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং (Yarn Dyeing & Printing) |
| | ৮.৩ | নিট ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং (Knit Dyeing, Printing & Finishing) |
| | ৮.৪ | ওভেন ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং (Woven Dyeing, Printing & Finishing) |
| | ৮.৫ | ওয়াটার প্রুফিং (Water Proofing) |
| | ৮.৬ | ক্যালেন্ডারিং (Calendering) |
| | ৮.৭ | রেইজিং (ফ্লানেল ক্লথ) Raising (Flunnel Cloth) |
| | ৮.৮ | সুয়েডিং (ফেব্রিক্স) Flat Sueding (Fabrics) |
| ৯ | **ক্লথিং ইন্ডাস্ট্রিজ (Clothing Industries) :** | |
| | ৯.১ | রেডিমেড গার্মেন্টস (Readymade Garments)-Knit-Wear & Woven Garments |
| | ৯.২ | হোসিয়ারী গার্মেন্টস (Hosiery Garments) |
| | ৯.৩ | ক্যাপ ম্যানুফেকচারিং (Cap Manufacturing) |
| | ৯.৪ | অন্যান্য গার্মেন্টস (টাই, লনজারী/আন্ডার গার্মেন্টস ইত্যাদি) Others Garments (Tie, Lingerie/Under garments etc.) |
| ১০ | **ক্লথ প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ (Cloth Processing Industries) :** | |
| | ১০.১ | লোন্ডারিং (Laundering) |
| | ১০.২ | গার্মেন্টস ওয়াশিং (Garments Washing) |
| | ১০.৩ | গার্মেন্টস প্রিন্টিং (Garments Printing) |
| ১১ | **ক্লথিং এক্সেসরিজ ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ (Clothing Accessories Manufacturing Industries) :** | |
| | ১১.১ | সুইং থ্রেড (Sewing Thread) |
| | ১১.২ | ফিউজিং ম্যাটেরিয়ালস (ওভেন বক্রম) Fusing Materials (Woven Bocrom) |
| | ১১.৩ | ফিউজিং ম্যাটেরিয়ালস (নন-ওভেন) Fusing Materials (Non-Woven) |
| | ১১.৪ | প্যাডিং ম্যাটেরিয়ালস (Padding Materials |
| | ১১.৫ | জিপার এন্ড জিপ (Zipper & Zip) |
| | ১১.৬ | টেপ ওভেন লেবেল ম্যানুফেকচারিং (Tape Woven Label Manufacturing) |
| | ১১.৭ | নন-ওভেন লেবেল (Non-Woven Label)/Non-Woven Fabrics) |
| | ১১.৮ | ব্রেইডিং ইন্ডাস্ট্রিজ (Braidding Industries) |
| | ১১.৯ | নেটিং ইন্ডাস্ট্রিজ (Netting Industries) |

| | | |
|---|---|---|
| | ১১.১০ | স্টীকার (Stickers) |
| | ১১.১১ | লেবেল প্রিন্টিং (Label Printing) |
| | ১১.১২ | হ্যাংট্যাক (Hangtack) |
| | ১১.১৩ | বাটন ম্যানুফেকচারিং (Button Manufacturing) |
| ১২ | **অন্যান্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ (Other Textile Industries) :** | |
| | ১২.১ | এবজরবেন্ট কটন (Absorbent Cotton) |
| | ১২.২ | সেনিটারী টাওয়েল (Sanitary Towel)/Terry Towel & Linen Manufacturers) |
| | ১২.৩ | এমব্রয়ডারী (Embroidery) |
| | ১২.৪ | চুমকি (Chumki) |
| | ১২.৫ | কাপড়ের ব্যাগ (ওভেন, নন-ওভেন, অন্যান্য Fabric Bag (Woven Non-Woven, Others) |

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-৫৭১৩ কম(ডি)-২৫০০ বই-২০১৭।